বাংলা বাঁচাও
বাঙ্গালী বাঁচাও

বাংলা বাঁচাও ! বাঙ্গালী বাঁচাও ! বাচাও বাংলা দেশ
দিন দিন মোরা দারিদ্রতায় সকলে হতেছি শেষ
বসিয়া থেকনা নাও খুজে কাজ
প্রতিজ্ঞা চাই, প্রতিজ্ঞা আজ
নব উদ্যমে এস হে নবীন ঘুচাতে মায়ের ক্লেশ
আমার বাংলা, আমিই বাঙ্গালী আমার এ বাংলা দেশ
পলিটিক্স ছাড় লেখাপড়া কর হও কৃতি সন্তান
দুনিয়ার কাছে বড় করে তোল বাঙ্গালীর সম্মান
এল বিদ্যাসাগর শরৎ চন্দ্র
বাঘ আশুতোষ করি রবীন্দ্র
এল মাইকেল নজরুল এল লয়ে বিদ্রোহী গান
এল বঙ্কিম ভুদেব বিপিন বাজিল ঐক্যতান।

লেখক—শ্রীকুমার পাঠক

বিরস বাংলা সরস কথা
পি সি, রোড পোষ্ট—টিটাগড় ২৪ পরগণা।

মূল্য দশ পয়সা

রঙ্গ ভরা বঙ্গ

কোন দেশের রঙ্গ ভরা কোথাও নাই রঙ্গ এত.
কোন দেশেরই দেশের মানুষ কাটায় পরদেশীর মত।
কোন দেশেতে পরদেশীরা এসেই নেয় চাকুরী খুজে
কোন দেশেতে দেশের মানুষ থাকে কেবল চক্ষু বুজে।
কোন দেশেতে বেকাররা সব চাকরী খুজে ফিরছে রে
সে আমাদের ভঙ্গ দেশ রঙ্গ ভরা বঙ্গ রে।
কোথায় পাশ করে সব দেশের ছেলে কলেজেতে
পায়না সীট
কোথায় বাংলা ছবি মার খেয়ে যায়
হিন্দী ছবি করছে হীট।
ভাওইরাম আর ঝুনঝুনওলার কণ্ঠ কোথায় বাজে রে,
সে আমাদের ভঙ্গ দেশ রঙ্গ ভরা বঙ্গ রে।
লোটাকম্বল করে সম্বল কোথায় ওরা প্রথম এসে,
বাবুজী বলে সেলাম দিয়ে শেঠজী হয়ে বসল শেষে।
এখন তাদের সেলাম দিয়ে আমরা যে কুল পাই নারে
হায় আমাদের ভঙ্গ দেশ রঙ্গ ভরা বঙ্গরে।
কোন দেশের ভাষা পায়নি আজও উচ্চ স্থান,
উৎসবেতে মাইকে বাজায় হিন্দী ছবির টুইষ্ট গান
কোথায় হাতী মেরাসাথী করে ছোকড়ারা সব ঘুরছেরে
সে আমাদের ভঙ্গ দেশ রঙ্গ ভরা রঙ্গ রে।

বাঙ্গালী বাঁচাও !

দেখতে পাচ্ছি অনেক কিছুই আজ এই নব বঙ্গে,
শত সমস্যায় জীবন মোদের কাটিছে নানান রঙ্গে।
হিংপার রাজত্বে বাস অহিংসার নাম গাই মুখে,
প্রাচুর্য্যের বিজ্ঞাপনে ঘরে বসে হাই তুলি সুখে।
পুজি যাদের আছে তাদের পুজির পাহাড় যাচ্ছে বেড়ে,
দেশের সেবক হচ্ছে তারাই উল্টো দিকে ন্যাজটি নেড়ে।
দেশে এমন সস্তা মেলে কলমীলতা কচুর শাক,
কচু খেয়েই মহা আনন্দে রাম রাজত্বের বাজাই ঢাক।
ঘুষ খেয়ে খেয়ে মোটা হয়ে গেল যদু মধু রামলাল,
বাঙ্গালী বাঁচাতে বক্তৃতা ছাড়ে তারা সব আজকাল।
সকাল হলেই কাগজে নেতাদের বই দেখি,
বাঙ্গালী বাঁচাতে পাতায় পাতায় চলিতেছে লেখালেখি
মন্ত্রীরা সব বলিছে এবারে বাঙ্গালী চাকরী পাবে,
জাতিটার বুকে নূতন আশার আগুন জ্বালাতে হবে।

হাল বাংলা !

স্বাধীনতা পেয়ে বগলবাজাই বাজনা বাজাই ড্যা ড্যাং
যেখানে যাই কাজ নাহি পাই প্রতিযোগীতায় খাচ্ছি ল্যাং
কলে কারখানায় বিহারী উড়িয়া মাদ্রাজী মাড়োয়ারী
ছোট বড় যত ব্যবসাগুলোতে ওরাই দলে ভারি।
আমাদের ছেলে নিজ কাজ ফেলে জুলপী রাখিয়া গালে,
রাজনীতি লয়ে মেতে আছে সদা নেতাদের তালে তালে

রঙবাজী করে এখানে সেখানে পরে চোঙ্গা টেরিলীন.
ভবিষ্যৎ তার ঘোর অন্ধকারে সামনে আগামী দিন।

কি কহিব কারে যত বলি তারে ভাবরে ভবিষ্যৎ.
লেখাপড়া শিখে তারপর দেখে বেছেনে নিজের পথ।

পিতাকে মানেনা কথা সে শোনেনা ঘর থেকে যায় চলে,
চলে যায় সেথা বসে আসে যেথা উঠতি হীরোর দলে।

হিন্দী ছবির সুরেলা গানের টেবিলেতে তাল ঠোকে,
ঠোঁট দুটো তার কালো হয়ে গেছে সিগারেট ফুকে ফুকে

শুনবে না কথা মানবে না মানা করবে যা খুশী তাই
এই বাংলার ঘরে ঘরে আজ কোথাও শান্তি নাই।

মানুষের চেয়ে টাকাটাই যেন বেশী দামী আজকাল,
অর্থনীতির চাপে পড়ে দেশের উল্টে গিয়াছে হাল।

নিজের ভিটে বলিদান দিয়ে স্বাধীনতা ঐ আনিল যারা,
নিঃস্ব হইয়া ভিখারীর বেশে পথে পথে ঐ ঘুরিছে তারা

বাহুবল যখন রয়েছে সবার খেটে খেতে যখন পারবি নিজে
আয় তবে ওরেআয় ছুটে আয় যেকোন কাজ নিজেনে খুঁজে

মিছ মান আর সম্মান নিয়ে থাকিস না আর ঘরতে বসে
কাটাস্ না দিন কেরাণীগিরির চাকরীর মোহে সর্ব্বনেশে

যে দেশের নারী জনম দিয়েছে বিপ্লবী ক্ষুদিরামে,
যার বিপ্লব এসেছে সেথায় নেতাজী সুভাষ নামে।

তোমাদের মাঝে সূর্য্য সেন আর বাঘা যতীনের দল,
তোমাদের মাঝে রয়েছে সুপ্ত গুপ্ত মন্ত্র বল।

বাঙ্গালীর ছেলে ইয়াহিয়া থাকে সমূলে করিয়া শেষ,
জগতের মাঝে তুলিল গড়িয়া স্বাধীন বাংলা দেশ।

তোমার বাংলা তুমিই বাঙ্গালী পুত্র বাংলামার
বাঁচিবার যদি আশা থাকে তবে বসিয়া থেকনা আর।

বঙ্গ আমার !

বঙ্গ আমার জননী আমার ধন্য তুমি আমার দেশ,
কত রঙ্ ঢঙ্ কাপ্তানী কত বাইরে কত না রঙীন বেশ
সহোদর ভাই সাথে মিল নাই ভালবাসি পরে হৃদয় ঢেলে
আত্মীয় সনে বেষারেষি মনে সদা হিংসার আগুন জ্বলে
মুখে যা বলি কাজে তা করিনা করিযাহা তাবলিনা মুখে
পরীক্ষায় বসে এ্যানসার যত বেমালুম সব দিয়েছি টুকে
যেভাবেই হোক পাশ করে গেছি তবুও দুঃখ হয়না শেষ
বলগো মা তুমি এই কি মা তুমি আমার দেশ !

বৃদ্ধ পিতাকে করিছে শাসন চাকরী করে যে ছেলে,
কত নাবালকে ফুকিতেছে বিড়ি কোলে বিস্কুট ফেলে।
হরিদাসী আর বাসন মাজেনা লিলি নামে হীরোইন,
ভজহরি ভড় নাটক লিখে ফিরিয়ে ফেলেছে দিন।
রবি ঠাকুরের কথা গেঁথে গেঁথে তবু হল গীতিকার,
হরিদাস পাল অভিনয় ছেড়ে হয়েছে ডিরেক্টার।
সধবা কুমারী চেনা যায় নাক ঘোমটা গিয়েছে উড়ে,
সতি ময়রাণী বেতার শিল্পী হল সুপারিশ ধরে।
বড় বড় বুলি মুখেতে সদাই চায় না হতে তা শেষ,
হায়রে আমার বঙ্গ জননী এই কি মা তুমি আমার দেশ,
হেথা হৃদয় লইয়া ছিনিমিনি খেলা চলিতেছে হাটে মাঠে
গোপনে কুমারী কালীঘাটে গিয়ে সিন্দুর পরিছে মাথে
কত অনাচার অবিচার আজ সমাজে ঘটিছে তাই,
সসম্মানেতে মাথা তুলে সকলে বাঁচিতে চাই।

॥ ক্যালকেশিয়ান ॥

বড় বড় কথা মুখে যারা বলে হুজুগ পেলেই মাতে,
বন্ধুতা করে টাকা আছে যার দেখে শুনে তার সাথে।
ক্যানের তলায় চেয়ারে বসিয়া ফাইলে কলম পেশা
রেষ্টুরেন্টে চপ কাটলেট খাওয়াটা যাদের নেশা।
মুখে সিগারেট গায়ে পাঞ্জাবী চুলগুলি ব্যাকব্রাশ,
ঘষামাজা করে চেহারাটি যারা রাখিয়াছে ফাষ্টক্লাশ।
চায়ের পেয়ালা মাঝে মাঝে চাই বলিতে পার এ কারা
আর কেউ নয় এ কলকাতায় ক্যালকেশিয়ান তারা

যেথা হতে আসুক এ শহরে যদি কেউ কিছুদিন থাকে,
ফিটকিরী দেওয়া জল খেলে পরে চেনা আর না তাকে
হাতে ঘড়ি পরে চশমা লাগিয়ে টেরিলীন টেরিকটে,
গ্রামের গদাই কলিকাতা এসে গট্ গট্ করে হাটে।
সেলুনে গিয়ে নবনব রূপে যারা নিজেকে সাজাতে জানে
সবার সামনে সিগারেট ফোকে চুপি চুপি বিড়ি টানে।
গরিবীয়ানার বিনয়ী ভাবটি দেখতে চায়না যারা,
ধুতি পাৎলুনে সকলে সমান ক্যালকেশিয়ান তারা।

যারা হীল তোলা জুতো আলতা চরণে শাড়ীটা উড়ায়ে
চলে, যাদের আয়নায় বাঁধা জীবনে রূপ ভ্যানিটি ব্যাগের তলে। কত দীপ জ্বলে নিভে গেল কত একটুকু আলো দিবে, ব্যার্থ জীবন কেটে গেল শুধু শেষের কবিতা নিয়ে
তবু বয়সের শেষে উত্তর সম হীরো হতে চায় যারা,
আর কেহ নয় এ কলিকাতায় ক্যালকেশিয়ান তারা।

আমাদের দেশে আছে সেই ছেলে কত.
সুযোগ পাইলে তারা ভাল ছেলে হত।
বেকার বসিয়া আছে কোন কাজ নাই.
মস্তানী করে ভাবে যদি কিছু পাই।
চায়ের দোকানে নয়ত কোথা কারও বুকে,
দিন রাত আড্ডা দেয় সিগারেট ফোকে।
কর্ম্মে অলস হলেও বাক্যে বাহাদুর,
কাঞ্চীরে কাঞ্চীরে বলে মনে ভাজে সুর।
সিনেমা দেখিতে ওরা বড় ভালবাসে,
খাবার সময় হলে ঘরে ঠিক আসে।
ঢেউতোলা চুলগুলো এলোমেলো করা,
শর্টকাট ফিটফাট চোঙা প্যান্ট পরা।
দাঁড়িয়েই থাকে সেযে বসা বড় দায়,
বসতে গেলেই যদি প্যান্ট ফেটে যায়।
বিপদ আসিলে কাছে করে পলায়ন,
নিজেকে বাঁচাতে তারা বড সচেতন।
আদেশ করেন যাহা নিজ গুরুজনে.
কখনও করেনা তা শুনে যায় কানে।
প্রতিবার পরীক্ষায় ফেল করে ঠিক,
পাড়ায় গুল্জার করে রাখে দশদিক।

১৫ই আগষ্ট

স্বাধীনতার ওই রজত জয়ন্তী ধুমধাম চারিদিকে
সুযোগ পেয়ে দুকলম হেথা আমিও দিলাম লিখে
খবরে কাগজে লেখা হবে কত
হাতী ঘোড়া উট কত শত শত
জন্ম নিয়েছে পচিশ বছরে এ দেশের চারিদিকে
সিংহ ব্যাঘ্র হাজটি গুটায়ে পড়ে আছে একদিকে
জাতীয় পতাকা পত্ পত্ করে উড়িবে শূন্যপানে।

উৎসব সভা মুখরিত হয়ে উঠিবে জাতীয় গানে
স্বাধীনতার এই বৃ বৃক্ষের ফল
খেয়ে খেয়ে যাদের বেড়ে গেছে বল
যারা এসে কিছু বক্তৃতা দেবে এ জাতির জয়গানে
শেষ হবে সভা প্রীতির প্রতিক সামান্য মধু পানে।
তারপর ঘরে মোটরেতে চড়ে উড়ায়ে যাইবে ধুলো
গায়ে মুখে চোখে ধুলায় মলিন পথের মানুষগুলো
ফুটপাথে যারা বাধিয়াছে বাসা
নিভে গেছে যাদের জীবনে আশা
কিসের উৎসব! ওরা জানিল না, তোমরা যে যাই বলো
শুধু বাজনা বাজিয়ে নিশান উড়াল মানুষ কতক গুলো।
যারা অগ্নিযুগের রক্ত আখরে ইতিহাস গেল লিখে
বিদেশী শাসকের অসির সামনে যাহারা দাঁড়াল রুখে
বেয়াল্লিশের ওই আন্দোলন
করেছিল যারা মৃত্যুপণ
তাদের ছেলেরা বেকার হইয়া ঘুরিতেছে চারিদিকে
তবু বছর বছর ১৫ই আগষ্ট পালিত হবে এ দেশে
বড় বড় প্ল্যান পরিকল্পনা কহিবে নেতারা এসে
(যদি) তাড়াতাড়ি দেশের উন্নতি চাও
আরও বেশী করে ট্যাক্স ধরে দাও
দ্রব্য মূল্য বেড়েছে মানেই প্রগতি এসেছে দেশে
নেতারা ভাবছে ওস্তাদী মার দেখাব রাতের শেষে
স্বাধীনতা দিন রক্ত রঙীন আঁখি দুটি ছলছল্
কত ক্ষুদিরাম প্রফুল্ল চাকী বাঘা যতীনের দল
মার পদতল হল বলিদান
এল ছুটে বীর নেতাজী মহান
ভীত ইংরাজ থর্ থর্ কাঁপে মনিপুর ইম্ফল
সকল শহীদের স্মরণ করিতে চোখে আজ আসে জল